Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 262 – 266
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে নারী স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা

মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : minal87011@gmail.com

Keyword
পুরুষতন্ত্র, নারীবাদ, স্বনির্ভরতা, আত্মমুক্তি, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছাশক্তি, দুঃসাহসিকতা।

Abstract
নরনারী পরস্পরের উপর নির্ভর। উভয়ে সমান। কিন্তু আধিপত্য ও আনুগত্যের ব্যাপারে সে কথা ধোপে টেকে না। পুরুষ তার ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে নারীর কাছে আদায় করে নিয়েছে 'দেবতার' শিরোপা। নারীরা পুরুষের অনুগত যাপন সঙ্গী, ভোগের সামগ্রী— এহেন দাবী তুলেছেন নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও লেখিকারা। তারা নারী-পুরুষে সমান অধিকারের দাবিদার। অধিকারের প্রশ্নে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। বিভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ। মাতৃত্ব-মমতাবোধের কারণে নারীরা দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে সর্বত্র শোষিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। আধুনিক শিক্ষার আলোয় অন্ধসংস্কার থেকে নারীরা জাগরিত হয়ে উঠছে। শুধু সংসার যাপন নয়, যুক্তি-বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিয়ে তারা ক্রমে নিজস্বতা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা চাইছে। নারী লেখিকাদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো লেখকেরা তাঁদের লেখনীতে নারীদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর ছোটগল্পে যুক্তি ও প্রতিবাদী দৃষ্টিতে চিরাচরিত বাঙালির সংস্কার ও বিশ্বাস ভেঙে নারীর স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার মৌলিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

Discussion
সমাজে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী; কাজে-কর্মে, সেবায়, সুখে-দুঃখে এবং মর্যাদায় পুরুষের সমান অধিকারী হল নারী। কিন্তু বাস্তবে ঘরে-বাইরে সাধারণত নারী হয়ে থাকে অবহেলা, বঞ্চনার শিকার। বাস্তব জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেন শাসক-শাসিতের, জয়ী-পরাজিতের মতো পৃথক। তাই যথার্থ শাসকের মতো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তৈরি করে নিয়েছে নিজস্ব বিধি-বিধান তথা শাসনের অভিধান। গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন, মধ্য, অন্ধকার যুগের তো প্রশ্নই নেই, আধুনিক যুগে, এমনকি উত্তর-আধুনিক যুগেও নারীরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত।

> "বিশ্ব জুড়ে পরিবার অথবা নিজেদের সঙ্গীর হাতে প্রতিদিন গড়ে ১৩৭ জন করে মহিলা খুন হন— রাষ্ট্রপুঞ্জের 'অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম' এই তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছে, ...২০১৭ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে অন্তত ৮৭ হাজার মহিলাকে এই বছর মেরে ফেলা হয়েছে নানা

> কারণে। যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি (৫০ হাজার) মহিলা নিজের সঙ্গী(স্বামী বা প্রেমিক) অথবা নিকট আত্মীয়ের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।"[১]

এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, বর্তমান সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থা। নারীর প্রতি অন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে গড়ে উঠেছে নারীবাদী আন্দোলন। নারী ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-উন্মোচনের দাবিতে বাংলা ছোটগল্পে মাধুরীলতা ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বেগম রোকেয়া, সাবিত্রী রায়, আমোদিনী ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ, বাণী বসু, সুলেখা সান্যাল, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তিলোত্তমা মজুমদার, অহনা বিশ্বাস, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখিকা কলমে ধরেছেন। লেখিকাদের কলমে উন্মোচিত হয়েছে নারীর অন্দরমহলের বিচিত্র কথা তথা নারীর কলমে নারীর কথা। লেখকদের সাহিত্য ভাবনা ও সাহিত্যের বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করে লেখিকা কবিতা সিংহ বলেছেন—

> "কেরানী মেয়ের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন বলেই কি, গল্পের প্রথমে তার শয়ন ঘর, তার রাত্রিকে উন্মোচিত করে দেবেন পাঠকের সামনে।"[২]

ভোগ-লালসা তথা যৌন সামগ্রী হিসাবে দেখার বিরুদ্ধে লেখিকার এই প্রতিবাদ। 'আমি মাধবী' গল্পে সুচিত্রা ভট্টাচার্য পুরুষের লোভ-লালসা ও ভণ্ড ধর্মচর্চার শুধু নিন্দা করেন নি, পুরুষের লজ্জাহীন স্বরূপকে তুলে ধরেছেন।

> "প্রেমিক থেকে বাবা সবাই পুরুষ। কাকে পরাব এই মালা? কোন হর্ষশ্ব দিবোদাস উশীনর অথবা বিশ্বামিত্রকে? অথবা কোন গালবকে? এদের একজনকেও না বাছার স্বাধীনতা আজ আমার আছে, কিন্তু তারপর? বাবার কাছে থাকা, সেই তো এক পুরুষের আশ্রয়েই থাকা। বাবা মরে গেলে ভাইদের আশ্রয়, তারাও তো পুরুষ, অপেক্ষা করব ছেলেরা কবে বড়ো হয়ে মাকে নিয়ে যাবে? হায়, ততদিন তারাও তো এক একটা আস্ত পুরুষ মানুষ হয়ে যাবে।"[৩]

এমনকি লেখিকা নারীতান্ত্রিক গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে নারীতান্ত্রিক সমাজগঠনের পরিকল্পনা করেছেন। নারীরা ক্রমে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের কলমে নারীর জীবন-যন্ত্রণার কথা, নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার কথা পরিস্ফুট হয়েছে বাংলা ছোটগল্পে। বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা ও পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম এবং বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'দেনাপাওনা'-য় পণপ্রথা ও নারী অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। 'শাস্তি', 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে তিনি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। আসলে লিঙ্গভেদ দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকলেও মানবিক লেখকের কাছে নারী পুরুষ উভয়ে সমান, উভয়ের মিলনে পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, ধর্ম-বর্ণ ও শিক্ষাগত তারতম্যের কারণের নারী-নারীতে, নারী-পুরুষে পার্থক্য। এই শ্রেণিগত পার্থক্যকে সামনে রেখে লিঙ্গ নিরপেক্ষ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য নারীর অবস্থা ও ব্যক্তিত্ববোধের উত্তরণের দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে। আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, চিরাচরিত প্রথাবিরোধী, যুক্তি-বুদ্ধিনির্ভর ও স্বাধীন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নারী চরিত্ররা। পর-নির্ভরশীলতার পরিবর্তে স্বনির্ভরতার পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে নারী চরিত্রগুলি। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নারীবিশ্ব প্রসঙ্গে সমালোচক ও অধ্যাপক ড. জ্যোতিপ্রসাদ রায় বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরুপমাকে ছোটগল্পে গ্রহণ ক'রেছিলেন। দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন বাঙালি নারীর দুর্দশা ও অসহায়তা। কমবেশি পঞ্চাশ বছর ধ'রে নারীর এই নির্মম দহনকথাকে লালন ক'রতে ক'রতে তাকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার ঠিকানা পেলেন 'ল্যাবরেটরী'তে এসে। তবু কী নীলা আত্মমুক্তির আনন্দ পেয়েছিল? এই কঠিন জিজ্ঞাসাকে যেন ছোটগল্পকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিঙ্গনিরপেক্ষ নর-নারীর রহস্যময় মনের প্রেক্ষাপটে রেখে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর প্রাথমিক উপলব্ধি— নারী হল 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।' কখনো নর-নারী দুজনেই আপাতত ভাবে ঘনিষ্ঠ, আপনজন; কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণের নির্মোহ ছাকনিতে দেখা যায়, এক ছাদের তলায় থেকেও তারা পরস্পর ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা; আবার কোনো নারী আত্মশক্তির জোরে সমাজের আদবে ও আদাবের প্রতিস্পর্ধী, ...।"[৪]

এমনকি তারা ভবিষ্যৎ জীবনে সুখের কাঙাল নয়, বরং অনেকটা বেহারা ও ডাকাবুকো নারী, তারা ভাঙে কিন্তু মচকায়না। আত্মশক্তির লড়াইয়ে তারা নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে, বরণ করে নিয়েছে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব ও লাঞ্ছনা।

স্বনির্ভরতাই হয়ে উঠেছে তাদের লক্ষ্য। শুধু আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠা নয়; সামাজিক, রাজনৈতিক, মর্যাদা, এমনকি মতামতের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতেই নারী স্ব-ক্ষমতা লাভ করে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গল্পবিশ্বে নারী ব্যক্তিত্ব ও স্বনির্ভরতার নানা দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। নারী ব্যক্তিত্ব ও স্বনির্ভরতাধর্মী ছোটগল্পগুলি হল— 'শিখা', 'নতুন দিনের কাহিনী', 'নতুন পথের কাহিনী', 'স্ত্রীর পত্র', 'স্ত্রীর পত্র নয়', 'হাইডি-হাইড', 'শুভরাত্রি', 'ছুটি' ইত্যাদি।

'শিখা' ('পূর্বাশা', মাঘ, ১৯৩৩) গল্পে ঊর্মিলা সচেতন ও শিক্ষিত নারী। 'ড্যান্স' নাম শিল্প-সৌন্দর্য তার চর্চার বিষয়। কিন্তু পুরুষ সমাজ 'ড্যান্স'-এর শৈল্পিক রূপকে নয়, নারীর দেহকে বেশি প্রাধান্য দেয়। পুরুষের এই নির্লজ্জ মানসিকতার প্রতিবাদ করেছে নৃত্য শিল্পী ঊর্মিলা —

> "সেক্স অ্যাপিল। —আমাদের ড্যান্সের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। উদয়শঙ্করকে দেখবে ওরা বিস্মিত হয়ে, আমাদেরকে দেখবে মুগ্ধ প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে। সেক্স অ্যাপিল! সবচেয়ে খাঁটি কথা।'[৫]

এমনকি ভালোবাসার মানুষ সুব্রতও যখন প্রশংসার মিথ্যা অভিনয়ে যৌনলালসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে, প্রেমের নামে মুখোশধারী পুরুষকে ঊমিলা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছে—

> "দুঃখিত আমি সুব্রত, আজই আমাদের 'Last ride together"[৬]

শরীর - সর্বস্ব প্রেম-ভালোবাসার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে প্রতিবাদের আগুন জ্বেলেছে শিখা। 'নতুন দিনের কাহিনী' গল্পে সুলেখা প্রথমে প্রেমিকা নারী। ভালবেসেছিল উৎপলকে। কিন্তু প্রেমে মর্যাদার পরিবর্তে যখন সুলেখা শুধু শরীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তখনই প্রতিবাদ ক'রে বলেছে—

> "ছি ছি উৎপল দা, তুমিও শেষটায় আমার শরীরের উপর লোভী হয়ে উঠলে? পুরুষরা সত্যি, তাহলে সবাই একই রকম?... তোমাদের লোভের দাবী মেটানো ছাড়া মেয়েদের সত্যি কি আর কোনো দরকার নেই? পুরুষ দেখে দেখে একেক সময় তা-ই মনে হয় আমার।"[৭]

এই প্রশ্ন শুধু ব্যক্তি সচতেনতাই নয়, পুরুষের লোভনীয় মানসিকতার প্রতি বিদ্রোহ। তারপর প্রথাগত পুরুষের শাসন ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে সুলেখা নিজের জীবন নিজে গড়তে চেয়েছে। স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে এম. এস সি পাশ করেছে। কোম্পানির রিপ্রেজেন্ট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে সুলেখা। গল্পকার শুধু চাকরি নয়, ব্যবসায় নারীদের অংশ গ্রহণ ও পারদর্শিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঊমিলা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে, অপরদিকে সুলেখা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

'স্ত্রীর পত্র' ('পূর্বাশা', বৈশাখ ১৩৫৫) গল্পে সুমিতার স্বামী বিনয়। অর্থাৎ সুমিতা সামাজিক শাসন, রীতি-নীতি, মেনে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বিনয়কে বিয়ে করেছে। রক্ষা করতে চেয়েছে স্বামীর দেহগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক সম্মান।

> "বন্ধুবান্ধব কেউ আস্‌তে বাকি রাখেনি— কেনা ভালবাস্‌ত সুমিতাকে?"[৮]

এমনকি বাহ্যিক আচার-আচরণের দিক থেকে সুমিতা সমাজের প্রতি, সংসারের প্রতি অনুগত। কিন্তু হঠাৎ করে তার আত্মহত্যা বিনয়কে অনেক প্রশ্নের মুখে করে। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে সুমিতার অন্তরে রহস্য ও একদা শিক্ষক প্রভাসদাকে মনের সিংহাসনে বসানোর কথা। প্রভাসদাকে ভালোবাসা পর আর সে বিনয়কে ভালোবাসতে পারেনি। ভালোবাসার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারেনি, মেনে নিতে পারেনি নিজের পরাজয়কে। তাই সে নিজের মনের কথা, ভালোবাসার কথা প্রভাসদাকে, গোটা বিশ্ব-সংসারকে জানিয়ে দিয়েছে—

> "তবে এ সত্য আর বাস্তব হয়ে উঠ্‌বে না—তবু সত্য কথাটা তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম ত! তোমার কাছে হয়তো এসত্য সত্য নয়, তাই হয়তো এই চিঠিরও কোনো মানে নেই। কিন্তু আমার কাছে এ চিঠির মানে আছে, চিঠিটা না লিখলেও তার মানে থাকত—সুমিতা।"[৯]

এই চিঠি শুধু প্রেমের প্রকাশ নয়, সুমিতার নারী সত্তার মুক্তি। যে কথা সে বেঁচে থাকত বলতে পারেনি; সেই আত্মমুক্তির কথা সুমিতা জীবন দিয়ে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ নারী প্রাণ দিয়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই গল্পের ঠিক বিপরীত দৃষ্টিতে রচিত 'শুভরাত্রি'র নায়িকা, চোখ বুঝে সব মেনে নেওয়া নয়, বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মনের মানুষকে বেছে নিয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে কৃষ্ণা। তাই সোমেশের

সঙ্গে বিয়ের পর বউ ভাতের রাতে কৃষ্ণা, হিমাংশুকে নিয়ে পালিয়েছে। গল্পকার বস্তুনিষ্ঠভাবে বিপন্ন ও অসহায় নারীর জীবন সংগ্রামের আত্মপ্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন। সুমিতা ও কৃষ্ণা প্রেমের জগতে স্বনির্ভর ও স্বাধীন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নারীরা সমাজ-জীবনের আঘাতে ভেঙে পড়ে না। বরং তারা প্রেম ও প্রেমের প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে স্বামী ও সংসারকে উপেক্ষা করে মনের মানুষের পাশে দাঁড়ায়; লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত অপমান সহ্য করে, বেছে নেয় নিঃসঙ্গ জীবন। চিরাচরিত সমাজ-সংস্কার ও রীতির তারা বিরোধী। স্বামী ও সংসারের বন্ধনে দায়বদ্ধ থেকেও সোমিতা('স্ত্রীর পত্র নয়') প্রেম ও প্রেমিক পুরুষের জন্য লড়াই করেছে, স্বামীকে জানিয়ে দিয়েছে তার ভালোবাসার কথা। এমনকি সন্তান ধারণ থেকে বিরত থেকেছে। ভালোবাসার সুপ্রিয়কে সোমিতা চিঠি লিখে জানিয়েছে—

> "ভাবতাম, জঠরে আমি যাঁর সন্তান লালন করছি তিনি আমার স্বামী হতে পারেন। কিন্তু পরমা শত্রু। এ ভাবনা থেকে একটি মুহূর্তও মুক্ত ছিল না আমার মন। একটা বিষের পিণ্ডকে লালন করতে যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল আমার শরীর।"[১০]

নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনসত্তাহীন সংসারের বিরোধী এক দুঃসাহসিক নারী হল সৌমিতা। আর এক দুঃসাহসিক নারী মল্লার('ছুটি')। স্বামী ও সংসার থাকা সত্ত্বেও মল্লার চলে এসেছে প্রাক্তন প্রেমিক সুপ্রিয় ভাড়া বাড়িতে। মেতে উঠেছে যৌন রতিতে। এ যেন তার অবদমিত মনের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ও বেঁচে থাকার আনন্দ। একদিন সুপ্রিয়কে মল্লার মন-প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র অবহেলা ও মায়ের অনিচ্ছায় ভেসে গেছে মল্লারের জীবনের বেঁচে থাকার আনন্দ। বেঁচে থাকার ব্যাকুলতা থেকে মল্লার সুপ্রিয়র কাছে জিজ্ঞাসা করেছে—

> "বলতে পারো, কেন আমি ওই ছেলেটিকে ভালবাসতে পারিনি? তার কী অপরাধ?"[১১]

কারণ সুপ্রিয় ছাড়া তার জীবন বিপন্ন ও অন্ধকার। প্রেমিক ও স্বামী একজনকে না পাওয়ায় মল্লার স্বাধীনসত্তাকেই বরণ করে নিয়েছে। স্বাধীনসত্তাই তার জীবনের মুক্তি। সৌমিতা ও মল্লার নিজস্ব সত্তা, মতামত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে চেয়েছে জীবনে, সমাজে।

ইচ্ছাশক্তির জোরেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নারীরা প্রেমকে জয় করেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অবমাননায় নারীরা প্রেমিকের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। যুক্তি-তর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তুলে ধরেছে পুরুষের চারিত্রিক দোষ ও অহমিকাকে—'তুমিও যেমনি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছ আমিও তেমনি মিথ্যা কথা বলে আরাম পেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার মিথ্যাচারে আমি আরাম পাই নি।'[১২] শুধু তাই নয়, ভাস্বতী('হাইডি-হাইড') তার নিজের অবস্থানকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে। মিথ্যার সঙ্গে ঘর করার পরিবর্তে সে স্বাধীন জীবনকে গ্রহণ করেছে। নারীর সন্তান ধারণ ও বৈধব্য নিরামিষ জীবন-যাপনের বিরোধিতা দেখা যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে। সন্তান ধারণ ও বৈধব্য পালনের বিরোধী রত্না ('বধ্য')। গল্পকার বলেছেন —

> "রত্নার তখন পঁচিশ চলেছে। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর। নিঃসন্তান! ঢাকুরিয়ার ফ্যামিলিতে-প্ল্যানিং বিরোধী জলবায়ু সত্ত্বেও। এই তো প্রতিবেশী রানীদির মাত্র সাতাশ বয়সে—এরই মধ্যে সাত সন্তানের মা। রত্না হিসেব করে, বেশি না হোক, তেইশ বছরে তো মা হবার ক্ষমতা থাকবে রানীদির, অন্তত চৌদ্দটা আরো হবেই। তার একটিও না। ...নাই বা স্কুল পেরিয়ে লেখাপড়া, তবু একালের হাওয়া তো গায়ে লেগেছে তার। বাংলা গানের স্প্যানিশ সুর থেকে শুরু করে হাতকাটা ব্লাউজ পর্যন্ত তার কাছে রুচিকর।"[১৩]

রত্না আধুনিক ও মার্জিত রুচিশীল নারী। কিন্তু নিয়তির খেলায় অকালে মারণরোগে মারা যায় রত্নার স্বামী শ্যামল। স্বামীর মৃত্যুর পর সাদা কাপড়ে, সামাজিক অনুশাসন মেনে জীবন-যৌবন কাটিয়ে দিতে পারেনি রত্না। পুনরায় পড়াশুনা শুরু করে সে। ভাসুরকে নির্দ্বিধায় জানিয়েছে—সেকেলে নয়, আধুনিক এবং যুবক শিক্ষকই প্রকৃত ইংরেজি ব্যাকরণ জ্ঞানের অধিকারী। আসলে যুবক শিক্ষকের কামনা প্রত্যাশা তার যৌবন ধর্মের অনাবৃত রূপেরই প্রকাশ। এমনকি বাড়ির গণ্ডিকে অতিক্রম করে ছেলে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, প্রয়োজনে গোলপার্ক, গড়িয়াহাট গিয়ে ব্লাউজ পিস শাড়ি-জুতো কিনেছে। উপেক্ষা করেছে বউদি শংকরী, পাড়া-পড়শির সমালোচনা ও খোটা। সমাজ ও পরিবারের শাসনকে মাড়িয়ে রত্না নিজের জগতকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নারীর এই আস্পর্ধার চাল-চিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার নারীরনিজস্ব ব্যক্তিসত্তা

ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দেখিয়েছেন নারীরাও মানুষ, তাদেরও ভালোলাগা, বেঁচে থাকার একটা নিজস্ব জগত আছে। ভাস্বতী, রত্না নিজ মর্যাদা আদায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

ঊর্মিলা, সুলেখা, সুমিতা, কৃষ্ণা, সোমিতা, রত্না, সোনা, তপ্‌সি, রাধা প্রমুখ নারী চরিত্র নিজেদের জগতে স্বাধীন ও সংগ্রামী নারী। যারা সুন্দর ভাবে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে শিল্প-সাহিত্য, চাষবাস-চাকরী, ঝি-শ্রমিক প্রভৃতি ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে। নারী প্রকৃতির নিয়মেই প্রেমের মহিমায় পুরুষকে আলিঙ্গন করেছে। পেতে চেয়েছে মানবিক ভালোবাসা ও মর্যাদা। নিজেদের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বোঝাতে চেয়েছে, তারা প্রতারণা ও ভোগের সামগ্রী নয়, স্বনির্ভর ব্যক্তিসত্তার প্রয়াসী এবং অধিকারী। তাই তারা সমাজ-সংসারের অনুশাসন, সংস্কার ও রীতিনীতির প্রতিস্পর্ধী। ক্ষেত্র বিশেষে নিঃসঙ্গ, একাকী। কিন্তু স্বাধীন, মুক্ত চেতনায় বিশ্বাসী ও স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, ঈশানী দত্ত, (ভা.সম্পা.), 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৭ নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৮
২. বড়ুয়া, সুমিতকুমার, (সম্পা.), 'কবিতা সিংহ শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৫০
৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম পর্ব), পুস্পতের, কলকাতা, পৃ. ৩১১
৪. রায়, জ্যোতিপ্রসাদ, 'কথাসাহিত্য : কথাশিল্প', করুণা, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৬৩
৫. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'শিখা', পূর্বাশা, মাঘ, ১৯৩৩, পৃ. ১
৬. তদেব, পৃ. ৩
৭. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'নতুন দিনের কাহিনী', পূর্বাশা, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ. ৩৫
৮. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'স্ত্রীর পত্র', পূর্বাশা, বৈশাখ, ১৯৪৮, পৃ. ৭
৯. তদেব, পৃ. ১১
১০. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'স্ত্রীর পত্র নয়', পূর্বাশা, পৌষ, ১৯৫৪, পৃ. ২
১১. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'ছুটি', মানসী, পৌষ, ১৯৬৫, পৃ. ১১
১২. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, 'হাইডি-হাইড', চতুরঙ্গ, শ্রাবণ, ১৯৫২, পৃ. ৮৯
১৩. ভট্টাচার্য, সঞ্জ, 'বধ্য', রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, চৈত্র, ১৯৬৪, পৃ. ১